Regd No. C. 853

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিস্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

জমি বিক্রয়

জঙ্গিপুর রোড রেল ষ্টেশনের সন্নিকটে ব্যবসা-কেন্দ্রের মধ্যস্থলে রাস্তার উপর বসবাস ও ব্যবসার উপযুক্ত ১৬ ডেসিমেল জায়গা বিক্রয় হইবে। বন্যায় বা বর্ষণে ডুবার আশঙ্কা নাই। ক্রয়েচ্ছুক ব্যক্তিগণ নিম্নে যোগাযোগ করুন।

বিমল মুখার্জী, ১৮নং বৈঠকখানা লেন
পোঃ খাগড়া, (মুর্শিদাবাদ) অথবা
শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, দরবেশপাড়া
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (মুর্শিদাবাদ),
ও পণ্ডিত-প্রেস,—রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৯ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৭৮ ইং 27th Oct. 1971 | ২২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চলে ডাকাতি

গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রি ১১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া গ্রামের রফিউদ্দিন সেখের বাড়ীতে ১২/১৩ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাতদল হানা দেয়। গৃহস্বামী সজাগ থাকায় জানতে পেরে চিৎকার শুরু করেন। চিৎকারে আশেপাশের গ্রামবাসিগণ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দুর্বৃত্তগণ বেগতিক দেখে ২টি বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যায়। দুর্বৃত্তগণ কিছু নিতে পারে নি।

* * *

গত ২৬শে অক্টোবর রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জ থানার চোয়াডাঙ্গা গ্রামের পাশাপাশি দুই গৃহস্থ শ্যামচাঁদ মণ্ডল ও নকুলচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। দুর্বৃত্তরা সংখ্যায় ১৫/১৬ জন ছিল। ওরা বাড়ীতে প্রবেশ করার আগে ৫টি বোমা ফাটায়। বোমার প্রচণ্ড শব্দে ও বাড়ীর লোকজনের চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও অন্ধকারের মধ্যে দুর্বৃত্তদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। ফলে দুর্বৃত্তদের কয়েকজন আহত হয়। সকালে ঘটনাস্থলের আশেপাশে রক্তের চিহ্ন দেখা যায়। দু'বাড়ী থেকে দুর্বৃত্তগণ গহনা, বাসনপত্র নগদে আনুমানিক চার হাজার টাকা নিয়ে যায় বলে প্রকাশ। এই ব্যাপারে এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নি।

শরণার্থীদের সুবিধার্থে সরকারী ব্যবস্থা

জঙ্গিপুর মহকুমায় সাগরদীঘি থানার মণিগ্রামে আনুমানিক ১২।১৩ হাজার শরণার্থী আছে। তাদের সুবন্দোবস্তের জন্য একজন ক্যাম্প-কমাণ্ড্যাণ্ট, নয়জন সহকারী কমাণ্ড্যাণ্ট, রেডক্রশ হ'তে একজন ডাক্তার নিযুক্ত হয়েছেন। আবশ্যকীয় ঔষধপত্রাদি ও কিছু কিছু এসেছে। জঙ্গিপুরের প্রাক্তন এস-এল-আর-ও শ্রীসুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ক্যাম্পের কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। জঙ্গিপুরের মহকুমা-শাসক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয় মণিগ্রাম ও অন্যান্য ক্যাম্পের কার্য্যাদি যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখছেন।

অতীত কথা কও

—চিত্ত দাস

মুরারই থেকে রঘুনাথগঞ্জ রাস্তার দুধারের গ্রামগুলো অত্যন্ত পুরানো—কতকালের পুরানো তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই দুঃসাধ্য কাজে হাত দেওয়া অত্যন্ত দুরূহ বলেই আজ পর্যন্তও এই জনপদ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। খোলা চোখের সামনে অতীতের যে স্মৃতিচিহ্ন ও উপকরণগুলো উন্মুক্ত, ঐ উপকরণগুলো গবেষণার পক্ষে অনুকূল নয় বলেই, এই বিরাট জনপদ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাজে উপেক্ষিত।

তবে অত্যন্ত সহজেই এখান থেকে যে অনুভূতিটুকু প্রমাণের কোনো অপেক্ষা না রেখেই মনের ক্যামেরায় ভেসে ওঠে, তা হলো এই যে, বৌদ্ধ হীনযান, আদিম কৌম এবং হিন্দু তন্ত্রসাধনার সমন্বয় এখানে কোন এককালে ঘটেছিল। সাধারণভাবে এই অনুভূতিকে সামনে রেখে এখানকার বাণব্রতের মতো বড়ো উৎসব, ক্ষ্যাপাকালী, মনসা এবং শিবের মতো প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ-গুলোর ওপর গবেষণা চালিয়ে সাধ্যমত অতীত ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন সম্ভব হতে পারে বলে আমার ধারণা। পাইকড়, জরুর, বাড়ালা, মুরারই ইত্যাদি নামগুলোর সংগেই অতীত ইতিহাসের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা কিন্তু সহজেই বোঝা যায়। চোখে দেখলেও বোঝা যায়, এখানকার বিবর্ণ লাল মাটির মধ্যে কেমন যেন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ—রাঢ়ের রুক্ষ বৈরাগ্যের উদাসীন অবহেলায় এই মাটির আড়ালে অন্তর্হিত ইতিহাস যেন কারো প্রতীক্ষা করছে। ইতিহাসের যারা গবেষক এবং ছাত্র, তাদের চোখে তো এই দৃশ্য ও অবস্থান ধরা পড়বেই। পাইকড়ের পথে প্রান্তরে যে পুরানো মূর্ত্তিগুলো অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে বিভিন্ন ধর্মের সাধনমালার সংগে মিলিয়ে ঐ মূর্ত্তিগুলো কোন দেবদেবীর, কোন সময়ের এবং কালের তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। তা ছাড়া বিভিন্ন উৎসব এবং উৎসবের বিধি ও পদ্ধতি ও প্রকরণগুলো নিবিড় করে গভীর করে অনুসরণ, অধ্যয়নের মাধ্যমে এখানকার অতীত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার সম্ভব হতে পারে।

এ কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানাই।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

॥ কুব্জপৃষ্ঠে উত্তান শয়ন ॥

প্রশ্ন উঠিয়াছে, পাকিস্তান কি ভারতের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে নামিবে? ১৯৬৫ সালের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে কি না—এই লইয়া জল্পনা-কল্পনার অন্ত নাই। ট্রেণে, বাসে, রেস্তোরাঁয়, মজলিসে সর্বত্র এই এক কথা। সাত মাস হইয়াছে, ইয়াহিয়াগোষ্ঠী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে দমন করিতে পারে নাই; বরং এক এক অঞ্চলে খানসেনাদের মার খাওয়ার সংবাদ প্রতিদিন শুনা যাইতেছে। এমত অবস্থায় পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নামিতে পারে কি?

এধারে পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাইতেছে। পশ্চিম-খণ্ডে ছামব অঞ্চলে বাঁধ তৈয়ারী করা হইয়াছে। বাঁধে পিল্‌বক্‌স্‌, বিবরঘাঁটি ও খাল-পরিখা যুদ্ধের আয়োজনের কথা প্রমাণ করে। জাউরিয়ান অংশে সাঁজোয়াবাহিনী মোতায়েন হইয়াছে। শিয়ালকোট অঞ্চলকে বিশেষ সুদৃঢ় করা হইতেছে। পূর্বাঞ্চলের প্রস্তুতিও ব্যাপক। সেখানকার সীমান্ত এলাকায় পাক গোলন্দাজবাহিনী মরটার ও রকেট লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। পূর্বাঞ্চলে সাঁজোয়াবাহিনী, মার্কিণ ও চীনা ট্যাঙ্ক, স্যাবার জেট মিগ-১৯ এবং ষ্টার ফাইটার প্রভৃতির দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধের উস্কানী দিবার জন্য উত্তরবঙ্গে বার বার গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। হিলির উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের খবর পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় পাকনাশকতা একাধিকবার ধরা পড়িয়াছে। মাইন ও ডিনামাইট দিয়া রেল লাইন ও ট্রেণ ধ্বংস করার চেষ্টা চলিয়াছে। করিমগঞ্জ রেল ষ্টেশন লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইয়াছে পাক সৈন্যেরা। করিমগঞ্জ মহকুমার সীমান্ত জুড়িয়া ক্রমাগত গোলাবর্ষণ হইতেছে।

এইরূপে যুদ্ধের প্ররোচনামূলক কাজকর্ম পাকিস্তান বেশ কিছুদিন হইতে করিতেছে। গত ২২শে অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, ভারত পাকিস্তানের প্ররোচনাতে ধৈর্য ও সংযম হারায় নাই। ইহা দুর্বলতা নয়। ভারত তাহার সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা পুরাপুরি বজায় রাখিবেই। সহকারী সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীএন, কে, ফেরুবিন ভারতে আসিয়া আলোচনা করিয়া গেলেন তাহাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাক-ভারত যুদ্ধের সম্ভাব্যতা লইয়া শ্রীফেরুবিন আলোচনা করেন কিনা পরিষ্কার-ভাবে বলা হয় নাই।

এমনই একটা থমথমে সময়ে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়াছেন তিন সপ্তাহের জন্য। প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ সফরের কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে অনেকের ধারণা হইতে পারে, অবস্থা হয়ত তেমন ঘোরাল নয়। কিন্তু ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সবরকমের প্রস্তুতি রাখিবার আহ্বান জানাইয়াছেন এবং জনগণকেও অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করিবার কথা বলিয়াছেন। শীঘ্রই নানা স্থানে অপ্রদীপের মহড়া আরম্ভ হইবে। এই সমস্ত বাস্তব অবস্থার বিচারে প্রশ্ন আসে, প্রধান মন্ত্রী কি কেবল বাংলাদেশ ও চীন সংক্রান্ত ভারতীয় নীতির ব্যাখ্যা করিতে বিদেশে গেলেন? অভিজ্ঞ মহল কিন্তু পাক-ভারত যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনার সম্ভাব্যতাকে উড়াইয়া দিতে পারেন নাই।

বাংলাদেশে বেইজ্জৎ হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খানের ভারতের সঙ্গে যুদ্ধসাধ কেন? আইয়ুব খান অপেক্ষা তিনি কত যোগ্যতর সমরনায়ক তাহাই বোধ হয় দেখাইতে চান। কিংবা তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, বাংলাদেশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভারতের সক্রিয় হস্তক্ষেপেই হইয়াছে। সমগ্র ঘটনাকে ভারতের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজে 'ধোয়া তুলসীপাতা' সাজিবেন। আর পাকিস্তানের সঙ্গে 'সুরের বাঁধনে' যাহারা প্রাণ বাঁধিয়াছে, তাহারা শাকের মধ্য হইতে মাছের গন্ধ পাইবে না। কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপার আজ আর চাপা দিয়া রাখার উপায় খানসাহেবের নাই। সেই আফশোষে এই রণহুঙ্কার।

ছয় বৎসর পূর্বে ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ সাধ মিটাইয়া দিয়াছিল। প্রয়োজন হইলে এবারেও তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে না। সামরিক দিক দিয়া ভারত যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়াছে। কিন্তু অসামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, পাক গুপ্তচর এখানে আসিয়া ধরা পড়িতেছে। সেদিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার একান্ত প্রয়োজন। এই গুপ্তচরদের বহিরঙ্গ দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। ১৯৬৫ এর ভারত এবং ১৯৭১ এর ভারত একই অবস্থার নয়। পাকিস্তান যুদ্ধে নামিলে ভারতকে মোকাবিলা করিতে হইবে। তাহাতে চীন, রাশিয়া বা আমেরিকার ভূমিকা কী হইবে তাহা অপেক্ষা দেখিতে হইবে দেশে 'ইন্টারনাল স্যাবোটাজ' এর চেষ্টা যেন সমূলে বিনষ্ট হয় অঙ্কুরেই। এইজন্য ভারতের বিশেষ গোয়েন্দা-গোষ্ঠীকে অধিকতর সক্রিয় থাকিতে হইবে। জনগণের দায়িত্ব এইজন্য কম নয়।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার নির্দ্দেশিকা উপসমিতি

পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার নির্দেশিকার পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকায় বিভিন্ন ধরণের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার (কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যালয়, পলিটেকনিক ও ষ্টুডেন্টস্‌ হোম), সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী, বেসরকারী ও স্পনসর্ড), বিভাগীয় ও বিশেষ গ্রন্থাগার (সরকারী ও বেসরকারী) প্রতিষ্ঠানগত অফিস ও রিক্রিয়েশন ক্লাব গ্রন্থাগার ইত্যাদি সর্বধরণের গ্রন্থাগার সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য থাকবে। এই উপলক্ষে একটি 'প্রশ্নমালা' তৈরী করে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পাঠানো হচ্ছে। যাঁরা এই 'প্রশ্নমালা' আজও পান নি তাঁদের পরিষদ কার্যালয়ে (পি-১৩৪, সি, আই, টি স্কীম-৫২, কলিকাতা-১৪) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের এই বিষয়ে সহযোগিতা করতে পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। যাঁরা ইতিমধ্যে 'প্রশ্নমালা' পেয়েছেন তাঁরা সেগুলি পূরণ করে পরিষদ কার্যালয়ে পাঠালে কার্যের সুবিধা হয়।

॥ হর্ষবর্দ্ধন ॥

—শ্রীবাতুল

'শ্রীবাতুল গা-ঢাকা দিয়েছিলেন কেন ?'

—৺বিজয়ার চাপের ঠ্যালায়।

* * *

পাকিস্তানের মতে বাংলাদেশে কিছুই ঘটেনি এবং ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে।

—জব্বর পাক দো-পেঁয়াজী! বাবুর্চিকে ইনাম দিতে হয়!

* * *

'আমেরিকা চায়—ইয়াহিয়া বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলুন'—সংবাদ।

—'যাব কি যাব না, ভেবে ত পাই না,
যাওয়া ত হল না………….'

* * *

সাত মাসেও বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হল না।

—আরও তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।

* * *

নভেম্বর থেকে ডাক ও তার বিভাগের কিছু কিছু মাশুল বাড়বে বলে খবর পাওয়া গেল।

—ফি বাড়ায় লাগাতার
ডাক্তার ও ডাক-তার।

* * *

বিমান আক্রমণের সংকেত মহড়ায় আপনার কর্তব্য কী?

—কাতুখুড়োর মতে মাটিতে শুয়ে পড়ে ইষ্টনাম জপ করার অভ্যাস গঠন।

* * *

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে পঃ বঃ ছাত্র পরিষদ (মহাজাতি সদন) ২৯শে অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলনে বিভিন্ন পুঁজিপতি ও কালোবাজারীর দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন বলে খবর।

—আশ্চর্য! পুঁজিপতি ও কালোবাজারীদের জনগণ চেনেন, কিন্তু সরকার চেনেন না!

* * *

রেলবোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবি, সি, গাঙ্গুলী সাংবাদিকদের বলেছেন যে, রেলে ঘুঘুর বাসা ভাঙতে গিয়ে তাঁকে সরতে হল।

—ঘুঘুর বাসা মগডালে, ভাঙতে গেলে পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তাই ত আর সব ঘুঘুরা বহাল তবিয়তে আছেন।

আবশ্যক

সেকেন্দ্রা জুনিয়ার হাই স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন বি, এ শিক্ষক আবশ্যক আগামী ৪ঠা নভেম্বরের মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত জমা দিতে হইবে।

সেকেন্দ্রা জুনিয়র হাই স্কুল
পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ

আবশ্যক— একজন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন। দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ৩।১১।৭১

সম্পাদক
আহিরণ হেমাঙ্গিনী বিদ্যায়তন হাই স্কুল
পোঃ আহিরণ, মুর্শিদাবাদ

রাস্তার দুরবস্থা

রঘুনাথগঞ্জ—মুরারই রাস্তা বাড়ালা সাঁকোর পর হ'তে খুব খারাপ। ইহা অচিরে মেরামত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাড়ালার নবনির্ম্মিত সাঁকোটীর উপরে পাথর ছড়ান আছে উহা রোলার করা হয় নি।

ভুরকুণ্ডার শরণার্থীদের গুঁড়ো-দুধ সরান বিষয়ে তদন্তের ফলাফল কি?

মোড়গ্রাম অঞ্চলের সেক্রেটারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় জয় বাংলার শরণার্থীদের জন্য প্রেরিত গুঁড়োদুধ কয়েক বস্তা সরাতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। সাগরদীঘি উন্নয়ন সংস্থা অফিসের পদস্থ কর্ম্মী মৌঃ মঞ্জুর হোসেন সাহেবের উপর নাকি ঐ বিষয়ে তদন্তের ভার পড়েছিল। তদন্তের ফলাফল জানবার জন্য জনসাধারণ উৎসুক।

জঙ্গিপুরে ম্যালেরিয়া

বিগত ১০ মাসে জঙ্গিপুরের ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনার শিক্ষণাগারে পরীক্ষার পর দস্তামারা গ্রাম হইতে ৪ জনের শরীরে ম্যালেরিয়া বীজাণু ধরা পড়ে। গত ১৫ ১০।৭১ তারিখেই পর পর ২ জনের শরীরের রক্ত পরীক্ষার পর এই রোগের বীজাণু ধরা পড়ে। রোগীদের অবস্থানের বিগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে দেখা যায় যে ঐ রোগ বিহারের সাহেবগঞ্জ অঞ্চল হইতে রোগীর শরীরে বিস্তার লাভ করে।

'জঙ্গিপুর সংবাদ' (সাপ্তাহিক) বার্ষিক মূল্য সডাক চারি টাকা, শহরে তিন টাকা প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা। আজই গ্রাহক হউন।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

স্থানীয় গরীব ছাত্র-ছাত্রীগণকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে

পঞ্চানন-স্মৃতি বৃত্তি

মেধা পরীক্ষা প্রতিযোগিতা

১। এই প্রতিযোগিতায় শুধু মাত্র জঙ্গীপুর মহাবিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২। কেবলমাত্র সেই সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন যাঁহাদের অভিভাবকগণের বার্ষিক আয় ৩৬০০৲ টাকা তিন হাজার ছয়শত টাকা কিংবা তন্নিম্নে।

৩। এই প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু প্রধানতঃ প্রবন্ধ-রচনা, ভাষান্তর ও সাধারণ জ্ঞান।

৪। এই প্রতিযোগিতায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটি লিখিত পরীক্ষা লওয়া হইবে। সময় ও স্থান যথাসময়ে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

৫। সকল প্রতিযোগীকে নিজ নিজ খরচে কাগজ ও কালি আনিতে হইবে।

৬। প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীগণকে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরিত ব্যক্তির নিকট "আমি পঞ্চানন স্মৃতি বৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিতে চাই"—এই মর্মে নিজ হস্তে লিখিয়া আবেদন করিতে হইবে। নিজ নিজ নাম, ঠিকানা মহাবিদ্যালয়ের ক্রমিক নম্বর (Roll No. & Class) পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে এবং নিজ অভিভাবকের আয় সম্বন্ধে স্থানীয় দুজন ভদ্রলোক/পৌর কমিশনার অথবা শিক্ষক মহাশয়ের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৭। প্রতিযোগিতার ফলাফল নির্ণয়ে নির্বাচিত বিচারকগণের রায়ই চূড়ান্ত।

—পার্শ্বের কলমে নীচে দেখুন

পুরস্কার—প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র-ছাত্রীকে **এক বৎসরের** জন্য মাসিক ১৫৲ **পনের টাকা** করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ডাক্তার শ্রীগৌরীপতি চ্যাটার্জ্জি (মণিবাবু), রঘুনাথগঞ্জ

জঙ্গিপুর পৌরসভাকে বলছি

জঙ্গিপুর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত তরিতরকারীর বাজারে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা রাস্তার দু'পার্শ্বে পণ্যসামগ্রী নিয়ে বসায় রাস্তার প্রায় অংশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পথ চলাচলে বিশেষ অসুবিধা হয়। মেয়েরা গঙ্গায় স্নান করতে যান এই পথে। তাঁদের অসুবিধা বেশী করে চোখে পড়ে। দ্রুত প্রতিকারের জন্য আমরা পৌরপতি ও মহকুমা-শাসক মহোদয়দ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

• ধুলো, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
১লা কার্তিক, ১৩৭৮ সাল।

বাংলাদেশের প্রশ্ন

ভারত ও রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে

—পথচারী

গত কয়মাসে রাজনৈতিক পর্বভূমির অতি দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে। চিরশত্রু আমেরিকা ও চীন সৌহার্দ্রপূর্ণ সম্পর্কের স্থাপনা করতে চলেছে; আমেরিকী অর্থনীতির পরিবর্ত্তন ও তজ্জনিত মুদ্রাসঙ্কটের দরুণ আমেরিকা ও জাপানের ঘনিষ্ঠ মিত্রতার সম্পর্কে গভীর তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, চীন রাষ্ট্রসজ্ঞের সদস্য হতে চলেছে, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে শান্তি-মৈত্রী এবং সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের ঘটনার বিষয়ে বিশ্বজনমত বিশেষভাবে জাগরূক ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত পাকিস্তানী যুদ্ধের হুমকির সময় ভারত-রাশিয়ার শান্তিচুক্তি ভারতবাসীর মনে খানিকটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল এবং জনগণ আশা করেছিল যে চুক্তির পর রাশিয়ার সক্রিয় সমর্থনে বাংলাদেশ সমস্যার বিষয়ে ভারত বিশ্বরাজনীতিতে চাপ সৃষ্টি করতে পারবে। শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফরে অনেকের মনেই আশার উদ্রেক হয়েছিল যে রাশিয়া ভারতে দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হবে। কিন্তু এ আশা ফলবতী হয় নি এবং বাস্তবক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়া এবং ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যই লক্ষ্য করছি।

ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাক। প্রথমতঃ বাংলাদেশে ব্যাপক গণহত্যা এবং তজ্জনিত ৯০ লক্ষাধিক উদ্বাস্তুর এদেশে আগমণকে ভারত পাকিস্তানের আভ্যন্তরিণ ব্যাপার বলে মেনে নিতে পারে না। শ্রীমতী গান্ধী পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে উদ্বাস্তু আগমণ বন্ধ করার জন্য এবং যাঁরা এসেছেন তাঁদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ভারত যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই পশ্চাদপদ হবে না। দ্বিতীয়তর উদ্বাস্তুদের, বিশেষ কোরে হিন্দু উদ্বাস্তুদের, তখনই ফেরৎ পাঠান সম্ভব যখন—ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগের হাতে শাসন ক্ষমতা আসবে, পশ্চিমপাকিস্তানী সেনাদের বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ অপসারণ করা হবে, হিন্দুদেরও নাগরিকরূপে শাসন যন্ত্রে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হবে এবং ভারত এবং বাংলাদেশের মাধ্যে প্রীতির সম্পর্ক থাকবে। এগুলো যদি স্বীকার করতে হয় তাহলে মানতেই হবে যে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন সমাধান ভারতের পক্ষে কাম্য হতে পারে না এতে যদি পাকিস্তান ভেঙেও যায় তা সত্ত্বেও। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলন ব্যর্থ হলে ভারতকে আরও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তুর ভার স্বীকার কোরে বৈষয়িক অগ্রগতির ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য পিছিয়ে যেতে হবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পীড়িত থাকতে হবে, পূর্ব্ব ভারতে চিরকালের জন্য পাকিস্তানী অন্তর্ঘাতে বিব্রত থাকতে হবে এবং পূর্ব্ব ভারতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের আশা চিরকালের জন্য ত্যাগ কোরতে হবে। এ ছাড়া এতে বিশ্বের গণতান্ত্রিক আন্দোলনও প্রচণ্ড মার খাবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিচার কোরলে বুঝতে পারি বাংলাদেশের প্রশ্ন আজ ভারতেরও মরণ বাঁচনের প্রশ্ন।

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র

খ
২রা কার্ত্তিক, ১৩৭৮ সাল।

কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাপারে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। ব্যাপক গণহত্যার জন্য ইয়াহিয়া সরকারকে ভর্ৎসনা কোরলেও রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে স্বীকার করে নি এবং মুক্তিবাহিনীর সাম্প্রতিক সাফল্য সম্বন্ধে কোনপ্রকার উচ্চবাচ্য করে নি। তা ছাড়া ভারত বারবার মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে নির্লিপ্ত ঘোষণা কোরলেও এবং বাংলাদেশের ঘটনাবলী পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ঘটনারূপে মনে করলেও রাশিয়া তা মনে করে নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত নিজেকে পাকিস্তানের সঙ্গে অপর পক্ষরূপে মনে করে না। কিন্তু রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের আলজিরিয়া সফরের পর যুক্তবিবৃতিতে তাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং বাংলাদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বোঝাপড়ার কথা বলা হয়েছে যা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। রাশিয়া শেখ মুজিবুরকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক চক্রকে আলোচনায় বসনে বলে নি। মুজিবুরকে অবিসংবাদিত জননায়করূপে স্বীকৃতি না দেওয়া এবং আওয়ামী পার্টির ভূমিকাকে অস্বীকার করা ভারতের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগের কারণ। এমন নি বাংলাদেশকে পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাড়া মধ্যপন্থী পূর্ব্ববংগ বলতেও রাশিয়া প্রস্তুত নয়। বর্ত্তমানে রাশিয়ার সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করা। এমন কি শান্তিপূর্ণ সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান না হলেও রাশিয়া ভারতকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় না। রাশিয়ার পূর্ণ ইচ্ছা হোল পাকিস্তানকে না ভেঙে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই বাংলাদেশকে স্বাধিকার দেওয়া। কিন্তু এটা বাঙালীদের কোনদিনই বরদাস্ত হবে না এবং লক্ষ লক্ষ জীবন বলিদান দেবার পর এটা কল্পনাও করা যায় না। রাশিয়ার ফর্মুলায় রাজী হওয়া মানে ভারতের বহুঘোষিত নীতির পরাজয় স্বীকার করা এবং ভারতের অভ্যন্তরে এর ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার মুখোমুখি হওয়া ইন্দিরা সরকারের পক্ষেও সম্ভব নয়। পারস্য উপসাগরে প্রভাববিস্তারের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের উপযোগিতা অনস্বীকার্য্য। আমেরিকা আর পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে দ্বিতীয় ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়তে চায় না এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুণ চীনও আর পাকিস্তানের পক্ষে সাড়া দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় রাশিয়া যদি পাকিস্তানের সঙ্কট সময়ে ভারতকে যুদ্ধ হতে বিরত রাখতে পারে এবং ভারতের ওপর চাপ দিয়ে আওয়ামী লীগকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতায় আনতে পারে তবে পাকিস্তানের ওপর তার প্রভাব অপ্রতিরোধ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে কিন্তু তার দাম ভারতকে দিতে হবে উদ্বাস্তুর ভার চিরকালের মত কাঁধে নিয়ে।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই শান্তিমৈত্রীর বুলিতে আকাশবাতাস ভরে তুললেও বাংলাদেশের প্রশ্নে ভারত ও রাশিয়াকে মুখোমুখি হতে হবেই এবং তখনই বোঝাযাবে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আত্মনির্ভরতা এবং শান্তি মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তির সার্থকতা।